পুলিশের সিসি ক্যামেরার অনুদানের ১০ কোটি টাকা রহস্যজনকভাবে গায়েব

সংগৃহীত ছবি

কেরানীগঞ্জে অপরাধ দমন বাড়াতে সিসি ক্যামেরা বসানোর জন্য বসুন্ধরা গ্রুপের দেওয়া ১০ কোটি টাকার অনুদান বাস্তবে কোথায় গেল তা নিয়ে এখন পুলিশ প্রশাসনের ভেতরেই তীব্র প্রশ্ন উঠেছে। অনুদানের টাকায় কোনো ক্যামেরা বসেনি, কিন্তু টাকা হাতবদলের অভিযোগ ঘিরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে বর্তমান ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার আনিসুজ্জামান।

গত ২০২৩ সালের ১০ নভেম্বর বসুন্ধরা ২০০ ক্যামেরা স্থাপনের জন্য চেক দেয়। তৎকালীন এসপি আসাদুজ্জামান চেক গ্রহণ করলেও পরে প্রকল্পের এক ইঞ্চিও কাজ এগোয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ চেক দেওয়ার পর পুরো বিষয়টি যেন ধোঁয়াশায় মিলিয়ে যায়।

পুলিশের একাধিক সূত্র জানায়, অনুদানের টাকা পাওয়ার পর দুটি ব্যাংকে বিশেষ অ্যাকাউন্ট খুলে আট কোটি টাকা এফডিআর করা হয়। কাগজে-কলমে কিছু খরচ দেখানো হলেও ক্যামেরা স্থাপনের মতো কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

LENS ASIA

পরে এসপি বদলির ধারাবাহিকতায় দায়িত্ব পান আহমেদ মুয়ীদ, তারপর আনিসুজ্জামান। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে—আনিসুজ্জামান দায়িত্ব নিয়ে প্রকল্পের টাকা নিজের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করেছেন। তার বিরুদ্ধে রেকার বাণিজ্য, ঘুষ লেনদেন, বদলি-বাণিজ্য এবং দীর্ঘদিন ধরে বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের ইতিহাসও তুলে ধরছেন সহকর্মীরা।

অভিযোগ আরও আছে—ক্রুটিপূর্ণ যানবাহনের মালিকদের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়, গাবতলী টার্মিনাল থেকে দালালদের মাধ্যমে মাসিক চাঁদা ওঠানো, ফিটনেসবিহীন গাড়ির বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা কমে যাওয়া—এসব কর্মকাণ্ড জেলার আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

চেক গ্রহণকারী সাবেক এসপি আসাদুজ্জামান বলেন, “বদলি হওয়ায় প্রকল্প করতে পারিনি। সব হিসাব পরবর্তী এসপিকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম।”

সাবেক এসপি মুয়ীদও জানান, “দায়িত্বকাল ছোট ছিল, কাজ শুরু করতে পারিনি।”

বসুন্ধরা গ্রুপ স্পষ্ট করে বলেছে—টাকা দেওয়া হয়েছিল কেরানীগঞ্জের নিরাপত্তা উন্নয়নের জন্য, কিন্তু পুলিশ কোনো ক্যামেরাই বসায়নি।

অন্যদিকে এসপি আনিসুজ্জামান অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেন—টাকা আত্মসাৎ হয়নি, নিয়ম মেনে ব্যাংক পরিবর্তন করা হয়েছে এবং অনিয়মের কারণে কাজ সাময়িক বন্ধ রাখা হয়।

তবে পুলিশের ভেতরকার বহু সূত্র বলছে—টাকা ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের অভিযোগ নিছক গুঞ্জন নয়।

সূত্র: আমার দেশ